হস্তক্ষেপ কৌশলঃ মানবাধিকার লঙ্ঘিত শিকারদের পক্ষ হয়ে কয়েকটা অভিযানে অংশগ্রহণ করে হস্তক্ষেপ করা আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। ১৯৮০ এর শেষ দিকে গোটা পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া অনেক সফল অভিযান লক্ষ্য করেছি। স্বেচ্ছায় কাজ জুটিয়ে নেওয়া নামের ছদ্মবরণে কম্বল/কার্পেট তৈরী কারখানাগুলোতে শিশু শ্রম বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে আমার প্রথম প্রচেষ্ট ছিল রাগমার্ক (Rugmark) চালু করতে সহায়তা করা। আমার সংগঠন বাচপান বাঁচাও আন্দোলন (BBA) শিশুশ্রমের উপর দক্ষিণ এশিয়া কোয়ালিশন অন চাইল্ড সার্ভিচিউড (SACCS) দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে, উদ্ধার করে পুনর্বাসিত করেছে ৬৫,০০০ এরও বেশী শিশুকে এবং সমস্যাটা গোটা পৃথিবীর নজরে এনেছে ১৯৯৮ এর গ্লোবাল মার্চ এগেনেস্ট চাইল লেবার আন্দোলনের মাধ্যমে।

এই আন্দোলনে সাড়া দিয়ে গ্রাহক সংগঠনগুলোও যেমন কার্পেটগ্রাহক, ক্লীন ক্লোথস, এবং ফাউলবল, অভিযান ও গ্রাহক সংগঠনগুলোর জন্য শক্তি সংগ্রহ করেছে যাতে মানবাধিকার লজ্ঘনের পরিসমাপ্তি ঘটে। একই সময়ে জনসাধারণের সচেতনতা এবং জন সমর্থন অভিযানে উদাহরণস্বরূপ লাতিন আমেরিকাতে শ্রমিক অধিকার এবং নিষ্কলুষ পরিবেশের দাবী, আফ্রিকাতে নারী অধিকার, মানবাধিকার লজ্ঘনের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, শুধু তাই নয় এইসব অপকর্মের হোতাদের মানবাধিকার লজ্ঘন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বিপত্তির সৃষ্টি করেছে।

এসব আন্দোলন অভিযানের কতকগুলো ব্যাপারে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন এগুলো শুরু হয়েছিল তৃণমূল থেকে। যখন আইনকানুনের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে তখন মানুষ কিন্তু একই অবস্থায় আছে অথবা মোটেই ভাল নেই অথচ মানবাধিকার লজ্ঘন সংখ্যা কমে গেছে। বাস্তব কথাটা হচ্ছে এই যে মানবাধিকারকে আমরা শুধুমাত্র আইনকানুন দিয়ে অনুভব করতে বা বুঝতে সক্ষম নই। মানুষ নিজেরা নিজেদের পায়ে দাড়িয়েছে হস্ত ক্ষেপ করতে পারে যখন দেখে যে অধিকার নস্যাৎ হবার উপক্রম হয়েছে অথবা মানবাধিকার লজ্ঘন ঘটতে যাচ্ছে। এই পরিচ্ছেদে ব্যাক্তিগতভাবে এবং সংগঠনগতভাবে যারা মানবাধিকার লজ্ঘন প্রতিহত করতে কাজ করছেন এসব অভিযান সমূহে সামিল হয়ে অথবা নবমর্গে বা নবধারা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আমি আশা করব আপনারা আমার মতই মানবাধিকার সংরক্ষনে অনুপ্রাণিত থাকবেন অথবা মানবাধিকার লজ্ঘনের ব্যাপারে রুখে দাঁড়াবেন।

কৈলাশ সত্যার্থী
সভাপতি
গ্লোবাল মার্চ এগেন্‌ষ্ট চাইল্ড লেবার।
সাউথ এশিয়ান কোয়ালিশন অন চাইল্ড সার্ভিচিউড(SACCS)
গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (GCE)
নতুনদিল্লি, ইন্ডিয়া।

চলতি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মানবাধিকার অস্বীকার করার পরিস্থিতিসমূহে এই কৌশলগুলো ব্যবহার হরা হয়েছে। এ কারণে এগুলো শ্রেষ্ঠ কৌশলগুলোর অন্যতম এবং অনুপ্রেরণমূল মানুষ এই ক্ষেত্র সংকটময় পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সুরক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে এবং পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সুরক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে এবং পরিস্থিতির ছক উল্টে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছে। বহুদিনের জমাটবাধা প্রত্যাশা এবং বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং স্থানীয় ঐতিহ্যগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তারা দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যেগুলো সমাজে সংস্কৃতি এবং সামাজিক নিয়ম হিসেবে চলে আসছে।

প্রায়ই তারা ক্ষমতা-অবকাঠামোর তলা থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং অসামান্য দক্ষতা এবং দ্রুতবুদ্ধির সাহায্য করছে। যৌন কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে কিশোরীদের রক্ষা করছে যৌন পেশায় জোর করে ঢোকানোর বিরুদ্ধে। শিশু শ্রমিকেরা ইউনিয়ন গঠন করে তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষা করছে। ভূমিহীন চাষীরা অব্যবহৃত জমি কাজে লাগিয়ে খামার গড়ছে। স্থানীয় সরকার তাদের সাথে যুক্তি তর্কে টিকতে না পেরে বিষয়টা ফেডারেল পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

এখানে অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমও পাওয়া যাবে যেমন কিছু উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় ব্যবসায়ের উদাহরণ রয়েছে- ক্ষমতার শিখরে থেকেও- তারা নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতি পত্তির জোরে চলতি অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন।

এসব কৌশলের মাঝে অনেক মানুষে ক্ষমতাধরদের হাতিয়ারসমূহ কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়ছে। তারা বাজেট এবং আইন পড়ে দেখে এবং জনসমক্ষে সরকারকে ধরে প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে। তারা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং মান্যবর নেতাদের থেকে শক্তি সংগ্রহ করে যাতে তারা সম্প্রদায়গতভাবেই উচ্চতর পর্য্যায়ে অধিষ্ঠান নিয়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে পারে।

এই পরিচ্ছেদে কৌশলগুলিকে চার অংশে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

১। প্রতিরোধ কৌশলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

২। অন্যায়কারীকে সরাসরি প্রতিহত করে অন্যায় বন্ধ করতে প্রভাবিত করা।

৩। অনুরোধ উপরোধ প্ররোচনার জন্য কোন সম্মানিত নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি বা সংঘর্ষবিমুখ প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম ব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে মধ্যস্থতা করানো।

৪। উদ্দীপক কৌশলসমূহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিকল্প হিসেবে সংস্থান করে।

প্রতিরোধ কৌশলসমূহ প্রতিরোধ কৌশলগুলি চলতি অধিকার লঙ্ঘন বা অধিকার অস্বীকারকারী প্রতিপক্ষকে বিক্ষোভ বা বিরুদ্ধাচরণ দেখায়। এই কৌশলগুলি দুটো জরুরী কাজ করেঃ অধিকার অমর্যাদার প্রকাশ ঘটায়- তা হতে পারে স্থানীয়ভাবে, জাতীয় পর্যায়ে বা আন্তর্জাতিকভাবে তাদের জন্য যারা এর শিকার হচ্ছে তাদেরকে যারা সম্ভবতঃ এর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম এমনি তাদেরও যারা এগুলো ঘটাচ্ছে। এদ্বারা অন্যান্য কৌশল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রচনা করা হয় যা পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

এ কৌশলগুলো ধোঁকাবাজির মত নিতান্ত সাধারণ হতে পারে। তুরস্কে এ কৌশল একটা সুইচ অন করার মত ছিল- শেষ অবধি লক্ষ লক্ষ সুইচ- যেখানে ইস্তোনিয়াতে অন্য একটা ঝাঁক বাধার কাজ করত। এগুলো সেই সব জটিল ব্যাপার-স্যাপারের অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে পারে যেমন বাজেট এবং আইন - যা পূর্বে কখনও পুরোপুরীভারে আহরিত হয়নি।

সুইচ টিপে অন অফ করার মতঃ প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে জনগনের মাঝে একক ভাবে ব্যাপক প্রকাশভঙ্গি সৃষ্টি করা- যা নাগরিকবৃন্দ নিজেদের বাড়ীতে বসে নিরাপদে এবং কোনরকম ঝুঁকি ছাড়াই করতে পারে।

তুরস্কে বিপুল সংখ্যক জনগনের সম্পৃক্ততায় নিরাপদভাবে অন্যান্য বহু বহু সংখ্যক লোককে পরিশেষে উদ্বুদ্ধ করেছিল আন্দোলনে শরিক হতে।

তুরস্কে আলোর জন্য অন্ধকারের অভিযানে ৩০ মিলিয়ন লোক শরিক চয়েছিল তাদের লাইট ‘অন’ ‘অফ’ করে বিক্ষোভ প্রদর্শনে- সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। সেখানে দুর্নীতিতে রাখ-ঢাক এর বালাই ছিলনা। কিন্তু জনগন জানা সত্ত্বেও অসহায় এবং অনুপায় ছিল তা খতম করতে। অনেক নাগরিক রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ভীত ছিল। সংগঠনগুলোর দরকার ছিল লঘুমাপের কোন কৌশলের যা মানুষকে ভীতি প্রসূত একাকীত্ব বোধ থেকে রেহাই দেয়। কৌশলটা মানুষকে ঝুঁকি এবং ভীতিহীনভাবে সবাইকে সম্পৃক্ত করল অভিযানে- অতি সহজ সরলভাবে একই সময়ে সবাই বাতি ‘অন’‘অফ’ করতে লগল সন্ধ্যার সময়। এটা ছিল তাদের প্রতিবাদ,- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগনের অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ।

শুরুতে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের ব্যাপক যোগসাজশের কেলেঙ্কারীতে সাড়া জাগানিয়া অভিযানের ধারণায় এর উন্মেষ । ঘটনার আগের মাসে সংগঠনবৃন্দ ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। তারা তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন এবং ইউনিয়নগুলোর সাথে সখ্যতা স্থাপন করে ফ্যাক্স মারফত তাদের বন্ধুবান্ধব এবং যোগসূত্রদের জানাবে। এরা তাদের তালিকায় রাখল কলমলেখক, রেডিও ব্যক্তিত্ববৃন্দ, এবং টিভি ব্রডকাষ্টারস্ - জন সাধারণকে জানাবার জন্য।

শুরুতে সংগঠকবৃন্দ প্রস্তাব করেছিল যে নাগরিকবৃন্দ প্রতিরাতে এক মিনিটকাল বাতি নিভিয়ে রাখবে। জনগন তারপরে শুরু করল অন অফ করতে। দ্বিতীয় সপ্তাহে নগরবাসীরা তাৎক্ষনিকভাবে উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় গেল। রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হল এমনকি হাড়ি পাতিল ঠুকে শব্দ সৃষ্টি করতে লাগল। সঙগঠকেরা তাদের কার্যক্রম বন্ধ করার পরেও মাসাবধিকাল পর্যন্ত চলল এই অভিযান।

এই কেলেঙ্কারীর সাথে জড়িত কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা বহাল তবিয়তে থাকলেও আইনগত এবং রাজনৈতিকভাবে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে এই অভিযান শুরু হওয়া থেকে। অনেক ব্যবসায়ী, পুলিশ, মিলিটারী, মাফিয়া ডনকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। অভিযান হয়েছে সংসদে- দুর্নীতির বিরুদ্ধে। যে সব সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ দুর্নীতি ঠেকাতে অক্ষম তাদের অনেকেরই বদলি হয়েছে।

Online/এ সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে কৌশলগত নোটবুক পাওয়া যাবে www.newtactics.org

জনগণকে যে কাজ করতে বলা হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই মামুলী ধরণের। এটা করতে কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়েনি। এবং দায়বদ্ধতা না থাকায় উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া মিলেছে সর্বস্তরের জনগণ থেকে। তাই ধারণাগতভাবে নিতান্ত সাধারণ বলে গ্রহন যেগ্যতার কারণে অন্য যেকোন পরিস্থিতিরতে খাটানো সম্ভব। বাস্তবে এই কৌশল পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাটানো হয়েছে। জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সংবিধানের ধারা পরিবর্তনের অপচেষ্টার প্রতিবাদে সেখানকার জনগণ প্রতি শুক্রবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাদের গাড়ীর হর্ন বাজাত। চিলিতে পিনোচেট সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ তাদের গাড়ীর হর্ন বাজাত, ঘরের জানালায় হাড়িপাতিল ঠুকে শব্দ করত, রাস্তায় মার্চ করত। প্রতিটি অভিযানের ক্ষেত্রেই একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং তা'হল সর্বত্র সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া জাগানোর প্রচেষ্টা প্রমাণ খুবই সুস্পষ্ট নগরবাসী বা দেশবাসীর কাছে যারা শাসিত হচ্ছে ভীতিদ্বারা এবং নিজেদেরকে একাকী, নিঃসঙ্গ এবং পরাজিত ভাবছে।

এই জাতীয় কৌশলের প্রকৃতি হচ্ছে এই গুণ সংবলিত যে অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে। এই সক্ষমতায় এগুলোর মূল্যায়ণ করা সঠিক যে এগুলো গণ-মানুষের মাঝে একাত্মতা বোধের সঞ্চার করে এবং রাজনীতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে যার আওতায় মানুষ স্বেচ্ছা প্রনোদিত ভাবেই ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা লাভ করে।

ধারণাগতভাবে কৌশলগুলো সাধারণ মনে হলেও এর সাফল্য ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। মাসখানেক পরে সংগঠকবৃন্দ তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কৌশলগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়নি যদিও সবধরণের উপকরণসমূহ এবং তৎপরতার কমতি ছিলনা। এই কৌশল আন্দোলনে গতি এনে দিলে সেটাকে লাগাম দেয়া প্রয়োজন আন্দোলন লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

কখন আপনি সম্ভবতঃ এ রকম একটা কৌশলের
ব্যবহার করতে পারেন? আপনার দেশে
কি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে যা মানুষে জানে
অথচ ভয়, অসহায়ত্বের কারণে সোচ্চার হয়না?

গান গেয়ে বিপ্লবঃ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সত্ত্বার দাবী প্রকাশে অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধাচরণ ।

১৯৮০ তে এস্তেনিয়ায় যারা সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেনি তারা জনসাধারণকে বেরিয়ে আসতে আহবান জানালো এবং জনসমাগমে সেই গানগুলোই গাইতে অনুরোধ জানালো যা তারা স্ব স্ব গৃহে গেয়ে থাকে সচরাচর বা জীবনভর বন্ধুবান্ধবদের শুনিয়ে আসছে ।

১৯৮০এর জুন মাসে হাজার হাজার এস্তোনিয়াবাসী (কারও কারও হিসেব মতে ৩,০০,০০০ অথবা এস্তে ানিয়ার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ) পরপর পাঁচ রাত রাজধানী শহর তাল্লিন এ সমবেত হল এক সময়ে নিষিদ্ধ বা রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ গানগুলো গাইতে । গ্রীষ্মকালে একই ধরণের উৎসব পালিত হল লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়ায় । এই 'গান গেয়ে বিপ্লব' - যেভাবে পরিচিতি পেয়েছে, ১৯৯১ সনের আগষ্ট মাসে স্বাধীন হতে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মুক্তি পেতে, তিন তিনটা বাল্টিক রাজ্যের জন্য ছিল একটা জরুরী পদক্ষেপ ।

সোভিয়েত শাসন পদ্ধতি সক্রিয়ভাবেই জনগণের নিজস্ব জাতীয় সত্ত্বার সাথে সম্পর্কটাকে ধ্বংস করতে তৎপর ছিল । এই সত্ত্বার মৌলিক উপাদানের কতকগুলো বিশেষ ক্ষতিসাধন করতে পারবেনা বলে সোভিয়েত সরকার বিবেচনা করেছে (যেমন- বিশেষ লোকগীতির কিছু কিছু) সেগুলো প্রকাশ্যভাবেই রক্ষা করার বন্দবস্ত করেছে । অন্যান্য গুলো লুকিয়ে ফেলেছে । যেমন দি এস্তোনিয়ান সোভিয়েত সোসালিষ্ট রিপাবলিক থেকে 'এস্তোনিয়ার জাতীয় ছুটির দিনগুলো অথচ সেগুলো অনেক সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে । যারা এসব ঐতিহ্যবাহী ব্যাপারগুলো রক্ষা করে চলছিল তারা সেগুলো সমমনা সঙ্গী সাথীদের স্মৃতিতে জিইয়ে রাখতে ব্যবহার করত- যাতে এস্তোনিয়াবাসীরা তাদের জাতিসত্ত্বা স্মরণ রাখে এবং প্ররোচিত করত স্মরণ রাখতে । সোভিয়েত সরকারও সেইভাবেই সোভিয়েত মূলমন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর নয় বোধে সেগুলো তাদের প্রকাশ করতে দিত ।

এইসব সঙ্গীত উৎসবে শক্তিশালী লোকসংস্কৃতির প্রতীকগুলো ব্যবহার করে প্রতিরোধ আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে চলছিল- যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু একটা করার জন্য তাগিদে উদ্দীপ্ত করে তুলছিল । ঐতিহ্যবাহী পোষাকাদি পরিধান করেই অনেকে উৎসবমেলার ষ্টেডিয়ামে আসতো, এস্তোনিয়ার নিজস্ব সত্ত্বার প্রবল প্রকাশ ভঙ্গিমায় লোকসঙ্গীত গুলো গাইতো । যে শাসন পদ্ধতি দাবিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে তাদের সোভিয়েত পন্থি করে তুলতে চেয়েছে, এই উৎসবগুলো এস্তোনিয়া বাসীদের সোভিয়েত নিবাসী না করে এস্তোনিয়াবাসী হিসেবে জনসমক্ষেই মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে । ৩,০০,০০০ লোকের সমাগম কিছুটা ঝুঁকি হ্রাস করেছিল বৈকি!

এই উৎসবগুলোর আয়োজক ছিল একটা বেদাপ্তরিক সংগঠন, 'এস্তোনিয়ান হেরিটেজ সোসাইটি' সোভিয়েতের প্রধান জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি পালন করার জন্য চাপে রাখা জনসাধারণ সোভিয়েত 'গ্লসনষ্ট যুগের' তুলনামূলক খোলামেলা পরিবেশে তাদের সোভিয়েত-পূর্ব জাতীয় প্রতীকগুলো পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ হাতছাড়া করেনি । যেমন- নীল-কালো এবং সাদা এস্তোনিয়ার পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত । প্রায় রক্তপাতহীন

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাল্টিক রাজ্যগুলোর এই প্রতীকগুলো ছিল অন্যসব শক্তিশালী অস্ত্রের মধ্যে অন্যতম। ঐতিহ্যবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে 'গান গেয়ে বিপ্লব' উন্মেষিত হয়েছে যা বাল্টিক দেশগুলোর গভীরে বিশেষভাবে নিহিত ছিল, গণ সঙ্গীতের ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে শত বছরেরও বেশী, অনানুষ্ঠানিকভাবে কয়েক শতাব্দীর। অন্যান্য সংস্কৃতিতেও হয়তো একই ধরণের মজবুত ঐতিহ্য রয়েছে, নাচ-গানের মঞ্চানুষ্ঠান, থিয়েটার অথবা শিল্পকলার অন্য কোন ধরণের প্রতীকী প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ উধাও হয়ে যাওয়া লোকদের পরিবারগুলো একটা ঐতিহ্যবাহী লোকনাচ চিলির সব লোক শিখত এবং যুগল নাচে অবতীর্ন হত। বধু যখন হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীর সাথে যুগল নাচের অভিনয় করছে- সম্প্রদায়ের বা পরিবারের লোক তখন তাদের মনশ্চক্ষে হারিয়ে যাওয়া লোকটিকে দেখতে পেত কল্পনায়- বধুর সাথে নাচে অংশ নিচ্ছে।

যখন আপনি বিপুল সংখ্যক লোক কোন বিষয়ে একত্রিত করতে ইচ্ছা করলেন তখন তাদের সামনে উপস্থাপিত বিষয়টা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয় এবং এককভাবে নিজে কেউই নিঃসঙ্গ বোধের অস্বস্তিতে ভোগেনা। গণ সঙ্গীতোৎসবের আয়োজকবৃন্দ এই সংখ্যাধিক্যে নিরাপত্তাবোধ কৌশল কাজে লাগিয়েছে। হাজার হাজার সঙ্গীত সাথীর সমাগমে কিছুটা হলেও নিরাপত্তাবোধের স্বস্তি বিরাজমান ছিল অংশগ্রহনকারীদের মাঝে, অবশ্য সে নিরাপত্তার কোনই নিশ্চয়তা ছিলনা।

একটা অবদমিত রাখার বিষয়ে কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আপনার সম্প্রদায়ের লোকগুলোকে টেনে এনে একত্রিত করতে পারে?

বাস্তবের সাথে কাগজপত্রের তুলনা করাঃ জনতার মঞ্চ তৈরী করে (গণশুনানি) নাগরীকবৃন্দ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে বাস্তব আর কাগজপত্রের গড়মিলের ব্যাপারে।

ভারতে একটা দল সরকারকে দায়ী করল জনকল্যাণের ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে। তারা গণশুনানির আয়োজন করে কাজটা করল। তারা প্রমাণ করল যে ব্যয়বরাদ্ধ বিষয়টা বিশেষজ্ঞদের আলোচনার হওয়া সত্ত্বেও শোনার জন্য জনগণ ভীড় করে।

মজদুর কিষান শক্তি সংস্থা (MKSS) ভারতে গণশুনানির আয়োজন করে দুর্নীতির বিষয় প্রকাশ করল। যেমন উন্নয়ণ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল তছরুপের ঘটনা। গ্রামবাসীদের বর্ণনা এবং দাপ্তরিক কাগজপত্রের সাথে তুলনা করল বাস্তবে কৃত কাজের।

অন্যান্য দেশের মতই ভারতেও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের সুবিধার জন্য নেয়। আর এ কারণে প্রকল্পগুলো যাদের জন্য তারা দারিদ্র্য পীড়িতই থাকে উপকৃত হবার বদলে। তাই দারিদ্র্য এবং বৈষম্য থাকে চিরস্থায়ী।

MKSS এর সক্রিয় কর্মীরা এবং আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা গ্রামে বা জেলায় সরেজমিনে অভিযোগ তদন্ত করে। অনেকসময় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে যে তাদের ঠকানো হয়েছে বা অমর্যাদা করা হয়েছে। গ্রাম পরিষদ বা আরও উপর মহলের কাছ থেকে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দাপ্তরিক কাগজপত্রের নকলের জন্য অনুরোধ জানায়। প্রায়ই আইনগতভাবে এইসব কাগজপত্রের নকল পাবার অধিকার থাকলেও বহু বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে কাগজপত্র আদায় করতে হয়। ভিন্নতার পূর্বেই সাইট পরিদর্শন এবং গ্রামবাসীদের আনুকুল্যে বরাদ্দকৃত তহবিল তোলা হয়ে গেছে।

অনন্যোপায় হয়ে MKSS জনসভার আয়োজন করে গণশুনানির বন্দবস্ত করলে গ্রামবাসী উপস্থিত থাকে। আয়োজকেরা সেখানে সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা এবং দুর্নীতির সাথে জড়িতদের নিমন্ত্রণ করে। MKSS এর সক্রিয় কর্মীরা স্থানীয়, তারা দাপ্তরীক দলিলপত্র পড়ে শোনায় এবং দাবী করে যেমন- অমুক স্বাস্থ্য ক্লিনিক সমুক স্থানে তৈরী করা হয়েছে অথবা কোন নির্মানকাজে শ্রমিকদের প্রাপ্য এত দেওয়া হয়েছে। এসব দলিল দস্তাবেজ এবং বাস্তব ক্ষেত্রের গড়মিল তুলে ধরে। সক্রিয় কর্মীরা তাদের তদন্তের রিপোর্টও দাখিল করে স্বাক্ষীসাবুদসহ। এসব শুনানি বেশ কয়েকঘন্টা স্থায়ী হয় যেহেতু সক্রিয় কর্মীরা একটার পর একটা দুর্নীতির বিষয় তুলে ধরে। অধুনা গণগুনানিতে স্থানীয় একটা হাসপাতালের পরিচালনার বিষয়। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক, খাদ্য নিরাপত্তার পরিকল্পনা এবং জনবন্টন বিষয়ক ব্যাপারগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

যদিও এসব বিষয়ের স্বচ্ছতার ধাক্কা এবং দায়ী করার বিষয়টা নাটকীয় তবু এসব বিষয়ের সুরাহার প্রশ্নে গৃহিত পদক্ষেপগুলো ছিল মিশ্র প্রকৃতির। বেশ জনাকয়েক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সরকারী তদন্তের শুরু হয়েছে। কয়েকটা গ্রামের মোড়ল মাতব্বরেরা স্বেচ্ছায় তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে যখন স্বাক্ষী সাবুদ সামনে দাঁড় করিয়ে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়- অনেকে তহবিলের তছরুপকৃত অর্থ স্বেচ্ছায় ফেরৎ দিয়েছে। অবশ্য MKSS এর সক্রিয় কর্মীরা অবশ্যই আন্দোলন অব্যাহত রেখে, তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকেও কাঙ্খিত ফল লাভের জন্য চাপ অব্যাহত রেখে চলতে হবে।

MKSS এর জন্য অত্যাবশ্যক কাজ হচ্ছে সরকারী কাগজপত্রের নকল সংগ্রহ ছাড়াও জন উন্নয়ন মূলক ব্যয়বরাদ্দ সমূহের কাগজপত্র সংগ্রহ করা। MKSS একাধিক্রমে অনেকগুলো কৌশল অবলম্বণ এবং প্রয়োগ করেছে যাতে রাজস্থানের রাজ্য সরকারকে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে যার কারণে রাজস্থান তথ্য অধিকার আইন পাশ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সংগঠন কয়েকটা জেলার গ্রামবাসীদের একত্রিত করতে পেরেছে, অবস্থান করে প্রচারের মাধ্যমে জন সমর্থন আদায় করেছে। ফলশ্রুতিতে একটা আইন পাশ হতে হয়েছে যে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা স্বল্প সময়ে নামমাত্র ফি দিয়ে কাঙ্খিত দলিলাদির নকল সরবরাহে বাধ্য থাকবে। এর আওতায় সরকারী কর্মকান্ডের যেকোন ক্ষেত্র, উন্নয়ণ পরিকল্পনা জনগনের উন্নয়নখাতে বরাদ্দকৃত আয়-ব্যয় হিসাব ইত্যাদির নকলাদি অনুরোধক্রমে সরবরাহ করবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আন্দোলনের উন্মেষ ঘটেছে যার জন্য বেশ কয়েকটা রাজ্যে তথ্য অধিকার আইন পাশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় জাতীয় সংসদে তথ্যযুক্তির বিল উত্থাপিত হয়েছে।

কি কৌশল অবলম্বনে আপনার স্থানীয় সরকার এর ব্যয় স্থানীয় জনগণের অধিকার রক্ষায় সাহায্য নিশ্চিত করবে?

জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রশ্ন করা এবং উত্তরপ্রাপ্তির অধিকার পাবার উপায় হিসেবে আমরা তথ্যপ্রাপ্তির দাবী ব্যবহার করেছি। জনগনের বিশেষ কোন তথ্যের দাবী বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।	ভারতের বিভিন্ন অংশে (অঞ্চলে) দুর্নীতি দমনে এবং ক্ষমতার ব্যবহার ব্যাপারে বিতর্কে। আসলে এ দাবীটা শুধুমাত্র তথ্যের জন্যই নয়- শাসনে অংশগ্রহনও বটে।

- কর্মী, মজদুর কিষান শক্তি সংস্থা, ভারত

কৌশলসব রাজনীতিগুলি স্থানীয়ঃ স্থানীয় সরকারগুলি, সংগঠনসমূহ, এবং ব্যাক্তিবর্গকে উৎসাহ জুগিয়ে, শিক্ষা এবং সম্পদ নিয়ে, কেন্দ্রীয়ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইন প্রণয়নে বাধা প্রদান।

যেমন এখানে দেখানো হয়েছে, স্থানীয় সংগঠনসমূহ এবং স্থানীয় সরকার সম্মিলিতভাবে কাজ করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিল অব রাইট্স্ ডিফেন্স কমিটি BORDC হাতিয়ার এবং সম্পদ সৃষ্টি করে স্থানীয় বিল অব রাইটস্ এডভোকেটদের সাহায্যার্থে, স্থানীয় সরকার সদস্যদের এবং সম্প্রদায়দের শিক্ষা দান করে কিভাবে কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসী আইন প্রণয়ন এবং পলিসিগুলি তাদের অধিকার লঙ্ঘন করে স্থানীয় দলগুলোর অনেকেই তাদের সিটি, টাউন অথবা কাউন্টি সরকারগুলোর সাথ কাজ করে আনুষ্ঠানিকভাবেই সিভিল লিবার্টিজ, সিদ্ধান্ত সমূহ পাশ করে অথবা বিল অব রাইটস এর পক্ষে অর্ডিন্যান্স পাশ করে নেওয়ার প্রতিবাদ নিবন্ধন করে। এই অর্ডিন্যান্স পাশ করে নেওয়ার প্রতিবাদ নিবন্ধন করে। এই অর্ডিন্যান্সগুলি স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দেয় যাতে তারা ওদের সাথে অসহযোগীতা করে এবং অনুরোধ করে সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন না করতে।

২০০১ এর শেষ দিকে দি ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে এটা একটা নতুন অপরাধ সৃষ্টি করল। গৃহপালিত সন্ত্রাস এবং ফেডারাল সরকারকে বড়ধরনের অধিকার দিল যাতে টেলিফোনে আড়িপাততে পারে ই-মেইলসমূহে নজর দিতে পারে, তদারকি করতে পারে চিকিৎসা, অর্থনৈতিক, লাইব্রেরী এবং ছাত্রদের লেখ্যপ্রমাণাদি যে কোন বাড়ীঘরে এবং অফিসসমূহে বিনা পূর্ব নোটিশে ঢুকতে পারে। এই অ্যাক্ট এবং অন্যান্য আইনের আওতায় অনাগরিকদের ফেরৎ পাঠাতে পারে এবং জুডিশিয়াল আপীল ব্যতিরেকে হাজতে পুরতে পারে। BORDC বিশ্বাস করে যে এইসব আইনের ফেকয়া, ইউএস সংবিধানের আওতায় প্রধান নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘন করছে।

ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ এর নরদাম্পটনে একদল এডভোকেট এটা ঠিকই বুঝতে পারল যে অ্যাক্ট্‌ এবং অন্যান্য সন্ত্রাস বিরোধী পলিসি এবং আইন প্রণয়ন সবশেষে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর উপর কার্যকরী করতে বর্তায়, তাই তারা সম্প্রদায়ব্যাপী সর্বসাধারণের সভা আহবান করল। এই এডভোকেটবৃন্দই পরবর্তীতে BORDC গঠন করে। তারা সবার কাছ থেকে সাড়া পেতে আবেদন প্রচার করল যে সিটি কাউন্সিল একটা সিদ্ধান্ত বলে ঐ প্রণীত আইনের প্রতিবাদ করুক এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে অনুরোধ জানিয়ে দিক তারা যাতে আইন প্রয়োগে বিরত থাকে যেহেতু এই আইন প্রয়োগে নাগরীকদের অধিকার লজ্ঘিত হয়েছে। তারা অতিরিক্ত সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, ব্যক্তিবর্গ থেকে এবং জনসভায় সহায়তাদানকারী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে। অনেকে সক্রিয় কর্মী হিসেবে যোগ দিল এমনকি তহবিল গঠনেও সহায়তা করল, প্রচার কার্য চালাল, জোরালো সমর্থন আদায়ে র‍্যালী আয়োজন করল সিটি কাউন্সিল যাতে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছাড়াও সর্বপ্রকার সহায়তা দান অব্যাহত রাখলো।

সর্বস্তরের এই সহযোগীতা সিটি কাউন্সিল সভাপতিকে দৃঢ় প্রত্যয়ে সিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা করল। BORDC তারপরে পার্শ্ববর্তী শহর এবং জাতীয় পর্যায়ে সমর্থন আদায়ের জন্য উঠে পড়ে লাগল। তাদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকল তাদের ওয়েবসাইট। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা সহ যাবতীয় তথ্যাবলীসমৃদ্ধ পাঠদান শুরু হল এবং ফলশ্রুতিতে তাদের পক্ষে বিভিন্ন তরফ থেকে সমর্থন আসতে শুরু হল।

তিনটা অঙ্গরাজ্য সহ ২৬৭ টি সিটি, টাউন এবং কাউন্টিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হল। আন্দোলন গতি পেয়ে বেগবান হল যাতে মানবাধিকার লজ্ঘন ধারাগুলি আইন থেকে বাদ যায় সেই কার্যক্রমের অনুকূলে ৪৭ মিলিয়ন লোক সাড়া জাগালো। BORDC ওবেবসাইট আওতায় নিয়ে এলো সর্বস্তরের মানুষকে।

BORDC শুরুতে নিজেদের কমিউনিটি থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেল তাদের প্রচেষ্টায়। তারা বোঝাতে সক্ষম হ'ল যে মানবাধিকার রক্ষা করতে সমষ্টিগত ভাবেই সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসা একান্তই প্রয়োজন। যদিও প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন কাঠামো হল একটা রাজনৈতিক পদ্ধতিতে চিত্রিত এবং পৃথক পৃথক ক্ষমতার সমন্বয়- এটা রাজনৈতিক অবকাঠামোয় থাকলেও স্থানীয় ক্ষমতার ঝুঁকি বেশী হতে পারে।

এ জাতীয় একটা কিছু আপনার দেশে খাটবে কি?

মিউনিসিপ্যালিটির দায়ীত্ব হল তার নাগরীকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কালাকানুন থেকে রক্ষা করা, কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ	এবং ডিটেনশন দেওয়া বিনা কারনে বা অভিযোগ ছাড়া। জন প্রতিনিধিরা যখন দায়ীত্ব নেয় তখন সবকিছু সঠিক ন্যায়সঙ্গত ন্যায় বিচার ইত্যাদির বিষয়ে অনড় থাকার অঙ্গীকারেই শপথ গ্রহন করে।

আবেদন শক্তিঃ সাড়া জাগানো আবেদন চাপানো কার্যক্রম মাধ্যমে আইনের ধারা পরিবর্তনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা ।

আর্জেন্টিনার একটা দল, সংবিধানের মামুলিভাবে জ্ঞাত এবং ব্যবহার করা হয়না বললেই চলে- এমন একটা ধারা ব্যবহার করে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করে, পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হল এবং একই সময়ে পার্লামেন্টকে বুঝিয়ে আইনের সংশোধনী আনারও বন্দবস্ত করল ।

২০০২ খ্রীষ্টাব্দ, আর্জেন্টিনার একটা সংগঠন Poder Cludadano (Citizen Power) (নাগরিক শক্তি) একটা আবেদনে জনগনের দস্তখত নিতে শুরু করল, কারণ একটা সাংবিধানিক ধারায় আর্জেন্টিনার কংগ্রেস তখন বিবেচনা করতে বাধ্য । সাংবিধানিক ধারা অনুসারে কমিউনিটি সদস্যবৃন্দ বা সংগঠনগুলো যদি এমন কোন প্রস্তাব নিয়ে আসে কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত কোন প্রস্তাবিত আইনের ব্যাপারে কংগ্রেস তখন চিন্তা ভাবনা করতে পারে । কিন্তু সেই আইন প্রণয়নের প্রশ্নে আর্জেন্টিনার অধিবাসী বৃন্দের শতকরা ১.৫ জনের দস্ত খত থাকতে হবে এবং তা ২৪ টা জেলার মধ্যে অন্ততঃ ৬টা জেলার অধিবাসী হতে হবে ।

আর্জেন্টিনার সিভিল রাইটস্ প্রতিরক্ষায় সংশ্লিষ্ট একটা নাগরিক দলের সংগঠন Poder Cludadano গঠিত হয়েছিল ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে । দেশটার অর্থনৈতিক মন্দা এবং ভেঙ্গে পড়ার শুরু থেকে কয়েক বছর ধরে এই সংগঠনের আবেদন গুলোয় প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো তুলে ধরছিল যার মধ্যে প্রধানতম ছিল ক্ষুধা এবং সরকারী কর্মকর্তাদের অবসর প্রাপ্তি এত অত্যধিক ভাতা সুবিধার বন্দবস্ত । ক্ষুধা সংক্রান্ত আবেদনে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যাতে দেশের সব নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের এবং পাঁচ বছরের নিম্নে আর্জেন্টাইন শিশুদের খাওয়াতে । আর্জেন্টিনার অর্ধেকের বেশী লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে দিনাতিপাত করছিল সেই ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের সময় থেকেই । দারিদ্র্য পীড়িতদের মাঝে সংখ্যাধিক্য ছিল শিশুদের এবং নগন্য সংখ্যক সামাজিক প্রোগ্রাম ছিল তাদের সেই দুরবস্থা নিরসনে । আবেদনের লক্ষ্য ছিল যাতে কংগ্রেস এই সমস্যা বাধা হয়েই সমাধান করে এবং শুধু তাই নয়, সমস্যা সমাধানের পথ বাতলায় ।

Poder Cludadano আবেদন লিখলো, দেশব্যাপী ২৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে তাদের প্রশিক্ষণ দিনের সংকট নিরসনের নির্দেশনাবলীতে দিয়ে দিল- যাতে কে দস্তখত করার উপযুক্ত, কোথায় পূরণ করা আবেদনগুলো পাঠাতে হবে এবং যারা দস্তখত দিবে তাদের কাছ থেকে কি কি তথ্য জানার প্রয়োজন আছে । বেশীর ভাগ স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হয়েছিল সংগঠনের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত সাড়া দেওয়া যুবক এবং প্রকল্প সমন্বয় কারীদের কাছ থেকে । স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের কমিউনিটিসমূহের মিলন কেন্দ্রসমূহে মিলিত হল স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে বাজার, বইয়ের দোকান, ফার্মেসি, পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্র এবং ফোনবুথ গুলোয় । Poder Cludadano আরও কিছু সংখ্যক সংগঠন এবং মিডিয়াকে সাথে নিল । এদের মাঝে প্রভাবশালী রেডিও ব্যাক্তিত্ব- যিনি দস্তখত সংগ্রহের জন্য রেডিও প্রচারে স্থান নির্বাচন করে দিলেন সময় সহজ, এবং একটা

অধিক গুরুত্বপূর্ণ খবরের কাগজ পাঠকদের সংবাদ পরিবেশন করতে লাগল ঐ তারিখ পর্যন্ত মোট দস্তখত সংগ্রহ সংখ্যা।

আর্জেন্টিনার অধিবাসীরা এ উদ্যেগটাকে সাদরে গ্রহন করলো এবং Poder Cludadano এটাকে কংগ্রেসে পেশ করলো, যা ২০০২ এর শেষের দিকে কিছুটা সংশোধন করে প্রস্তাবটা পাশ করল। খাদ্যের অধিকার উদ্যোগে ১ (এক) মিলিয়নের উপর সংগ্রহিত দস্তখত রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা হিসেবে কংগ্রেস গ্রহণ করলো। বুভুক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বর্তমানে প্রারম্ভিক স্তরে আছে এবং প্রথম খাদ্য-কেন্দ্র গুলি খোলা হয়েছে।

Poder Cludadano ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উদাসীনতাকে প্রকৃত এবং বাস্তব পরিবর্তনে রূপায়িত করেছে। সরকারের উপর যাদের কোন বিশ্বাস ছিলনা অথবা অধিবাসীদের প্রতিনিধিদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আস্থার অভাবে উদাসীন হয়ে পড়েছিল- তারা দেখতে পেল তাদের কণ্ঠস্বর আইন প্রণয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখতে সক্ষম। Poder Cludadano স্বেচ্ছাসেবকদের একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অসাধ্য সাধন করল।

বাকেট ব্রিগেড্স (Bucket Brigades)ঃ স্বতন্ত্রভাবে বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করে সম্প্রদায়গতভাবে অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

সম্প্রদায়গুলির মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন - এ ক্ষেত্রে পরিবেশ লঙ্ঘন- তথ্য সংগ্রহের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কাজ করা।

যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী 'বাকেট ব্রিগেড প্রোগ্রামে' অনেক সম্প্রদায় সামিল হয়েছে বা হচ্ছে- যেটা পরিবেশ দূষণকারী শিল্প কারখানার কাছের এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দারা নিজেদের তৈরী এবং ব্যবহারোপযোগী এমন কৌশল অবলম্বনে বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করে বায়ুদূষণ পরীক্ষা করাচ্ছে। এই বায়ুধারক জিনিষটাকে বলা হয় 'বাকেট' যা 'ইউএস এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি' অনুমোদন দিয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত কোন শক্ত আইন, ষ্ট্যান্ডার্ড বা গুণাগুণ পরিমাপক অথবা প্রয়োগকারী সংস্থার অনুপস্থিতির কারণে এলাকাবাসীর আশপাশের বায়ুর গুণাগুন পরিমাপক, স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষনের, 'বাকেট' হল একমাত্র উপায় এবং এলাকাবাসীর জন্য স্বাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা যাতে অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা যায়।

'বাকেট' তুলনামূলকভাবে খুবই সাধারণ এবং সুলভে বায়ুর নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণোপযোগী একটা ফাঁদ। এটা তৈরী করতে প্রয়োজন একটা টেডলার (Tedlar) নমুনা সংগ্রহের ব্যাগ যেটা পাঁচ গ্যালন ধারণক্ষম প্লাষ্টিক বাকেট এবং ভিতরে ভ্যাকুয়াম অথবা একটা পাম্প- যা দিয়ে বাতাসের নমুনা টেনে নিয়ে ব্যাগে পোরা হয়। বাকেট ব্রিগেডে তিন প্রকার স্বেচ্ছাসেবক সদস্য থাকা প্রয়োজনঃ 'স্নিফারস', 'স্যাম্পলার্স্' এবং 'কমিউনিটি বাকেট কো-অর্ডিনেটরস' (CBCS) স্নিফারস্দের দায়ীত্ব হল দূষণ ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ পেলে স্যাম্প্লার্স্ বা নমুনা সংগ্রহকদের সতর্ক করা। স্যাম্প্লাররা বায়ু স্যাম্প্লিং ফাঁদটা রাখে তাদের নিজেদের

বাড়ীতে এবং দূষিত বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করে, যখনই সে রকম অবস্থার আভাস পায়। তারা রেকর্ড রাখে- কখন, কোথায় এবং কেন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তারপরে তারা CBC কে ডেকে স্যাম্প্লিং ব্যাগ সহ ল্যাবরেটরি তে পাঠায়- যেখানে বায়ু পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল রক্ষিত হয় একটা ডাটাবেজএ যা স্থানীয় কমিউনিটিকে মিডিয়া, কমিউনিটি মিটিং এবং অন্যান্য পন্থা মাধ্যমে জানানো হয়। কমিউনিটি সদস্যবৃন্দ নিজেদের বিবেচনা অনুসারে ডাটা ব্যাবহার করে আরও তদন্তের জন্য কমিউনিটিদল, সরকারী সংস্থা এবং হেল্থ্ ফ্যাসিলিটি কে অনুরোধ জানায়। ব্রিগেডের আরও কাজ হল স্থানীয় বাসিন্দাদের 'ফ্যাক্টশিট' সরবরাহ করা যা স্বাস্থ্যের উপর দূষণের প্রভাব সহ দূষণের মাত্রা জানিয়ে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে নিম্ন আয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে এই বাকেট ব্রিগেড পরিকল্পনায় এবং এই কৌশলটা উত্তরোত্তর জনসমর্থন বাড়িয়েই চলছে। মিডিয়া এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ায় অনেক সম্প্রদায়কে পরিবর্তিত হতে উদ্বুদ্ধ এবং সাহায্য করেছে। কেলিফোর্নিয়ার কন্ট্রাকোষ্টা কাউন্টি 'এনভায়রনমেন্ট জাষ্টিস পলিসি' নামে পন্থা অবলম্বন করেছে যাতে তারা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পলিউশন রেগুলেশন্‌স্‌ আরও শক্তিশালী করতে পারে, অকুপেশনাল মেডিকেল ফ্যাসিলিটির প্রসার ঘটাতে পারে এবং কাছাকাছি থাকা শিল্প-কলকারখানা গুলোর সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত ও সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্তি থাকার বন্দবস্ত করতে পারে। লুসিয়ানাতে সংগ্রহিত বায়ুর নমুনা প্রমাণ করেছে যে ডায়মন্ডের পার্শ্ববর্তী এলাকা যা ধীরে ধীরে 'শেল ক্যামিক্যাল প্লান্ট' গ্রাস করতে ছিল- কোনরকমভাবেই নিরাপদ নয়। কোম্পানী গোটা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য বিকল্প স্থানে সরিয়ে নিতে সম্মত হতে বাধ্য হয়েছে।

এই কৌশল সেই সব স্থানে খাটানো যায় যেখানে সরকার বা ব্যবসায়ীরা দূষণ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহে নারাজ। অথবা যেখানে বাসিন্দারা সন্দেহ পোষণ করে যে তাদেরকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। একটা বাকেট ব্রিগেড সংগঠিত করা মানে খুবই শক্তিশালী প্রতিবাদ বা সরকার বা কোন ক্যামিক্যাল কোম্পানী দূষণ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য দিতে অনিচ্ছুক সেখানে কমিউনিটি পদক্ষেপ নিতে যেমন বাধ্য হয়েছে, নিজেদের প্রচেষ্টায় সত্য উদঘাটনে, এবং তা বাইরে প্রচারও হচ্ছে- তাদের পক্ষে জনসমর্থন আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে, তখন কোম্পানী সাড়া দিতে বাধ্য হচ্ছে যা উদ্যোক্তাদের পক্ষে যাচ্ছে। পদ্ধতিটা নিতান্তই সাধারণভাবে সহজ সরল কৌশল বিধায় খুব দ্রুত প্রসার ঘটছে এবং আমেরিকার বাইরেও যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, ফিলিপাইন দেশসমূহে কার্যকরী করা হচ্ছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘিত উপদ্রুতকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবাধিকার সমূহ পর্যবেক্ষন করানোঃ উপদ্রুতকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ এবং তাদের অধিকার সমূহের প্রতিরক্ষায় নিয়োগ।

মেক্সিকোর একটা দল আদিবাসী সম্প্রদায়কে মানবাধিকার লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণে প্রশিক্ষণ দেয়। দলিল রচনা এবং আইনি প্রতিরক্ষায় নতুন দক্ষতায় প্রস্তুতি নিয়ে এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা এখন তাদের অভিযোগগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

The Chiapas Community Defenders Network (Red de Defencoros Communitarios Pur les Derechos Humanos or Red) আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক সদস্যদের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ এবং সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ দেয়।

চিয়াপাহ্ তে বিপুল সামরিক উপস্থিতি সেই সাথে জাপাতিস্তাদের সঙ্গে মেক্সিকান সরকারের আধা সামরিক প্রকৃতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত লড়াইয়ের ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। বেআইনি গ্রেপ্তার সিভিলিয়ানদের সামরিক হয়রানি (বিশেষ করে চেকপয়েন্টগুলোয়) বেআইনি নিধন এবং বন্দী রাখা সহ সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন দলের দ্বারা মেয়েদের ধর্ষন ইত্যাকার মানবাধিকার লঙ্ঘন সমূহ। ১৯৯৯তে রেড চিয়াপাহদের ৭টি অঞ্চলের সম্প্রদায়দের ভিতর থেকে ১৪ জন গনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ দেয়। ২০০১ এ ২য় একটা দল প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করে। এই প্রতিরক্ষীরা তাদের সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত এবং তাদের কাজে সম্প্রদায় থেকে সক্রিয় সদস্য বাছাই করে নেয়।

এই প্রতিরক্ষীদের মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা এবং কাজের ধারণা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মাসিক সেমিনারে। সেই সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণে লঙ্ঘনগুলোর দলিল রচনা, প্রতিবেদন তৈরী, এবং প্রতিহত করার বিষয়গুলোও থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা অধিকার কিভাবে গঠিত হয় কিভাবে লঙ্ঘনের দলিল রচনা করা -ভিডিও, ফটোগ্রাফি এবং কম্পিউটার ব্যবহার করা ইত্যাদি শেখানো হয়। এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে সাড়া দিতে হবে তাও শেখানো হয়।

এই প্রতিরক্ষীরা সরকারের কাছে অভিযোগ পেশ করে, প্রেস এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলকে তথ্য সরবরাহ করে, এবং বেআইনিভাবে গ্রেপ্তারকৃতদের ছাড়ানোর ব্যাপারে আইনি আশ্রয় নেয়। বেআইনিভাবে গ্রেপ্তারকৃতদের সনাক্তকরণে এবং তাদের পক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সম্ভাব্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে কিভাবে দরখাস্ত লিখে তা কিভাবে এবং কোথায় পেশ করতে হবে তাও শেখানো হয়।

বাড়ীতে এই প্রতিরক্ষীরা সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় কাজে সাড়া দেয়/অংশ নেয়। তারা উপদ্রুতদের কাছে থেকে জবানবন্দী নেয়, স্বাক্ষ্য গ্রহন করে, ফটো বা ভিডিও চিত্র সংগ্রহ করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিহত করতে প্রয়োজনীয় সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরা সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

এই পদ্ধতি অবলম্বনের প্রক্রিয়ায় অসংখ্য সাফল্যের মুখ দেখা গেছে এবং আদীবাসীদের স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার চৌহদ্দি বেড়ে গেছে ব্যাপকভাবে এবং বাইরের সাহায্যকারী এনজিওদের কর্মকান্ড স্থিমিত হয়ে পড়েছে।

Red এর মডেলটা মানবাধিকার সংরক্ষণ সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায়সমূহ এবং তাদের নেতৃস্থানীয়দের কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে এসেছে। বাইরের এনজিও বা অন্যান্যরা পরামর্শ দাতা হিসেবে কাজ করছে। এলাকা

ভিত্তিকভাবে বিভিন্ন সংগঠন মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে তা ফলপ্রসূ হতে বাধ্য এবং যাদের জন্য কাজ করা তারা যেমন উপকৃত হয় তেমনি কাজগুলো দৃষ্টান্ত হয়ে অন্যান্য স্থানেও ব্যবহার বা প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

উপদ্রুতদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ কাজে শতকরা ১০০ ভাগ সুফল লাভের নিশ্চয়তা থাকে । সর্বদিকে সর্ব বিষয়ে সচেতনতা লাভে মানবাধিকার সংরক্ষণ যেমন সহজ হয় তেমনি লঙ্ঘন সংখ্যাও কমে যায় । এভাবে নিজেরাই নিজেদের ব্যাপারগুলো সুরাহা করে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসন পর্যায়ে পৌঁছতে বিলম্ব হয়না ।

প্রতিরক্ষীরা আইনের ‘প্রাথমিক চিকিৎসা’ প্রদান করে। এর অর্থ হল সম্প্রদায়গুলিকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরক্ষার জন্য তাদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। তারা জানে একটা অধিকারের লঙ্ঘন কি, দলিল রচনার জন্য কি প্রয়োজন এবং কিভাবে তা করতে হবে। এই কৌশলের ফলে আদিবাসীদের সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে একটা স্থায়ী প্রতিনিধি দল বের হয়ে এল।	যারা সম্প্রদায়ের আইনি প্রতিরক্ষার কাজ করতে সক্ষম, পরোক্ষে তারা অন্যদেরকেও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

-মিগুয়েল এঞ্জেল দ্য লা সন্তোষ
রেড দ্য ডিফেন্সরোজ কমিউনিটারিওজ
পোলা ডেরেচেজ হিউম্যানোজ মেক্সিকো ।

খুঁজে বের করে জব্দ করা

অপারেশন সালামি ব্যবহার করা হয়েছে যাকে বলা যেতে পারে ‘নাগরিক অনুসন্ধান এবং জব্দ করা পরিচালনা ক্রিয়া’ । এটা ছিল একটা গোপন চুক্তির খসড়া নিয়ে, সদস্যরা যেটাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি সম্পন্ন বলে বিশ্বাস করতো এবং কানাডা সরকার এটাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলনা মোটেই । সে ক্ষেত্রে জনগণের অবশ্যই এই চুক্তি সম্পর্কে জানার এক্তিয়ার আছে তাই সেটাকে প্রকাশ করার জন্য কানাডা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে এই ‘নাগিরিক অনুসন্ধান এবং জব্দ করা পরিচালনা ক্রিয়ার উদ্যোগ ।’ এই দলটা গণনিন্দা উৎসারিত করতে সক্ষম হল, এই গোপনীয়তা জনসাধারণের পর্যবেক্ষণ থেকে সরকার এবং চুক্তিটাকে রক্ষা করছিল । ফিলিপ দুহামেল, একজন সংগঠক এবং প্রশিক্ষক, অপারেশনটা সম্পর্কে যা বর্ণনা দিলেনঃ

মাস কয়েক যাবৎ সরকার আমেরিকার ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টস্ (FTAA) বাণিজ্যে উদারনীতিককরণ চুক্তি যা আমেরিকার ৩৪টি রাজ্যের সাথে কথা চালাচালি হচ্ছিল সেই চুক্তিটার খসড়াটা জনসাধারণের গোচরীভূত করতে দৃঢ়তার সাথেই অস্বীকার করে আসছিল । আমরাও আমাদের উদ্দেশ্যের ঘোষণা দিলাম যে FTAA এর সাথে খসড়া চুক্তিটার একটা ‘হার্ডকপি’ ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন এফেয়ার্স এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড থেকে ২০০১ এর ১লা এপ্রিল আমরা তুলে নেব । প্রথম আমরা ওটাওয়াতে একটা আইনানুগ বিক্ষোভ দেখাব - যেখানে দুটোর একটা ঘটবেঃ হয় আমরা আনন্দ ফুর্তির মধ্য দিয়েই আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া দলিলের

বাক্সগুলো তুলে নেবো অথবা আমরা এই গোপনীয়তার অশালীন প্রক্রিয়া জনসাধারণকে জানাবো। চুক্তিতে কি লেখা আছে তা যদি প্রকাশ করা না হয় তাহলে আমরা অহিংস বাধা সৃষ্টি করবো বিল্ডিংটায় ঢুকতে এবং খুঁজে বের করে জব্দ করার চেষ্টা চালাবো। এটা হবে কঠোর অহিংস হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দলিলগুলো কব্জা করতে নাগরিকদের অভিযান।

সরকার যখন আমাদের কথা মেনে নিলনা, একজন নাগরিক ঘোষনা করলো, 'পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, আমরা আপনাদের বলছি আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করুন এবং দলিলগুলো উদ্ধারে আমাদের সাহায্য করুন যাতে আমাদের অধিকার আছে। এই সরকারের অপকর্ম এবং গোপনীয়তার ভাগীদার হবেননা। যদি আপনারা আমাদের হয়ে ঐ লেখাগুলো উদ্ধার করতে অস্বীকার করেন তাহলে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সেগুলো উদ্ধারের চেষ্টা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবেনা। একের পর এক তারা তখন তাদের নাম বলে যেতে লাগল এবং বলল 'আমি এখানে একজন নাগরিক হিসেবে অধিকার আদায়ের জন্য এসেছি। আমাকে অনুগ্রহ করে ভিতরে যেতে দিন।' দু'জন দু'জন করে তখন তারা বেরিকেডের উপর দিয়ে সামনে এগোলো। প্রায় একশ জনের মত গ্রেপ্তার হল এবং রাতভর তাদের রাখা হল। কোন অভিযোগ আনা হলনা তাদের বিরুদ্ধে। গোটা দেশব্যাপী জনসাধারন জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো। 'সরকার আমাদের কেন ঐ দলিলগুলো দিতে অস্বীকার করছে এবং কেন নিজেদের নাগরিকদের গ্রেপ্তার করছে?'

কাজ হল এবং আমাদের প্রচারাভিযানও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলতে গেলে দেশের প্রত্যেকটি সংবাদ মাধ্যম ঘটনাটা লুফে নিল। বাধ্য হয়ে সরকারকে কাজ করতে হল। নাগরিক অনুসন্ধান এবং জব্দ করা অভিযানের এক সপ্তাহ পর, অন্যান্য অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করে কানাডা সরকার শেষ পর্যন্ত দলিলগুলো প্রকাশ করতে বাধ্য হল।

এ সম্পর্কে আরো জানতে পড়ুন ট্যাক্টিক্যাল নোটবুক www.newtactics.org, under Tools for Action.

Sources: New Tactics in Human Rights: A Resource for Practitioners
INTERVENTION TACTICS, Resistance
Pages: 50-61